উপাসনা-সঙ্গীত।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

(২য় সংস্করণ।)

নিত্যধামগত সাধক পণ্ডিতপ্রবর

দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন বিরচিত।

ভক্তি-সম্পাদক

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি

সম্পাদিত।

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুলমৌড়ী. হাওড়া, হইতে

ভক্ত-মণ্ডলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

হাওড়া, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীসুবোধ চন্দ্র কুণ্ডু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৩ সাল মাঘীপূর্ণিমা।

[মূল্য।৶০ ছয় আনা।

উৎসর্গপত্র।

এই গ্রন্থ-রচয়িতা নিত্যধামগত মহাত্মা

দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহাশয়কে

যাঁহারা

আন্তরিক ভালবাসিতেন

এবং

এই সকল সঙ্গীত শ্রবণে যাঁহারা

যথার্থই আনন্দলাভ করিতেন এবং এখনও

যাঁহারা

শুনিতে ভালবাসেন এবং

আনন্দ পান,

সেই সকল "ভক্তবৃন্দের" কর কমলে

দীন সম্পাদক কর্ত্তৃক

এই

"উপাসনা-সঙ্গীত"

উপহার প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা।

—:০:—

যে কোন পুস্তক ছাপিলেই তাহার ভূমিকা লিখিতে হয়, এটী যেন সর্ব্ববাদিসম্মত প্রথা। তবে এই ভূমিকা লেখার রকম ফের আছে; কেহবা বড় বড় মনীষীলেখকেরদ্বারা বিস্তার করিয়া, আবার কেহবা দু'চার লাইন গদ্যে বা পদ্যে ভূমিকা লেখা শেষ করেন। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থ মধ্যে যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন ভূমিকা লিখিয়া তাহারই বিষয় পাঠকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সে হিসাবে ধরিতে গেলে এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখা আমার ন্যায় "কম্‌বক্তা" দ্বারা হয়না। ১ম কারণ, আমি লেখক, কবি বা বক্তা এতিনের একটীও নয়, তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমি কে, তাহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন নগণ্য মুটে মজুর মাত্র। পাঁচ জনে যে সকল রত্ন সাজাইয়া রাখেন আমি তাহারই দু'একটী "না ব'লে চেয়ে নিয়ে" নিজের বাজ্‌রায় সাজাইয়া মধ্যে মধ্যে এই ভবের হাটে ফিরি করিয়া বেড়াই মাত্র। ২য় কারণ যে গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে এতগুলি গোপনীয় কথা বলিয়া ফেলিলাম সে গ্রন্থের ভূমিকা আমি কেন আমা অপেক্ষা অনেক বড় বড় লেখকও লিখিতে ভয় পান। কেননা এ গ্রন্থখানি ভাবুকের সুগভীর ভাব-সমুদ্র হইতে স্বাভাবিক উত্থিত অমূল্য মাণিক। যদিও এখানি

একখানি সংগীত পুস্তক, যদিও অনেকের নিকট ইহার আদর না হইতে পারে, তথাপি আমি বেশ স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতে পারি যে, ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে একদিন এমন গিয়াছে যখন এই পুস্তকের এক একটী সংগীত শ্রবণ করিয়া বহু নরনারী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে। বিশেষতঃ যে মহাত্মা দ্বারা এই সংগীত রচিত তিনি প্রকৃতই ভাবুক, প্রেমিক ও স্বভাব-কবি ছিলেন। ধর্ম্ম-সভায় বক্তৃতা বা শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থ সকল পাঠ করিতে করিতে যখন এই উপাসনা সঙ্গীতের এক একটী গীত গাহিতেন তখন কত শত পাষান সদৃশ হৃদয় দ্রব হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

একেতো সুর ব্রহ্ম, আবার সেইসুরে যদি ভগবদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি বিষয়ক সঙ্গীত ভগবদ্ভাবুক দ্বারা গীত হয়, তাহাতে যে মানুষ মুগ্ধ হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? কত পশু পক্ষী পর্য্যন্ত অভিভূত হয়। তবে রচনাগুলি কেবল কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক না হইয়া ভাবুকের গুপ্ত হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে ভাব-প্রেম বিজড়িত হইয়া প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন।

আমরা আজ যে সঙ্গীত পুস্তক লইয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি ইহাও একজন পরমভক্ত-সাধক-কবি বিরচিত। আজকাল অনেক 'ভাবুক' কবি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কাগজ কলম লইয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অভিধান দেখিয়া পদযোজনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা সাধক দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয় সে

ভাবের কবি ছিলেন না। ইনি সভায় বক্তৃতা বা পাঠ করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া নিজেই গান ধরিয়া দিতেন পরন্তু সে গান পূর্ব্বের রচিত থাকিত না, সঙ্গে সঙ্গেই রচিত ও গীত হইত। সেইজন্য সকল সভা সমিতীতে উপযুক্ত সংগ্রাহক না থাকায় অনেক গান এখনও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যেখানে ভক্তগণ তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন সেই খানেই এই অমূল্যরত্ন রক্ষিত হইয়াছে, আর যেখানে সংগ্রাহকের অভাব হইয়াছে সেইখানেই সে ভাব-সমুদ্রোত্থিত রত্ন আবার সেই ভাব-সমুদ্রেই লীন হইয়াছে।

একবার যখন প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই উপাসনা-সঙ্গীতের ১ম সংস্করণ ভবানীপুর হইতে ভক্তগণ প্রকাশ করেন, তখন ইহাতে মাত্র ৩৭টী সংগীত ছিল। কিন্তু আমরা বহু পরিশ্রমে বর্ত্তমান ২য় সংস্করণে ৭৪টী সংগীত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বলিতে পারি না আবার কোন ভক্ত কোথায় কি ভাবে কত গান সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। যদি পাঠকগণের উৎসাহ পাই এবং অন্য সঙ্গীত আমাদিগের হস্তগত হয় তবে পুনর্মুদ্রণ সময় সেগুলি পাঠকগণকে উপহার দেওয়া যাইবে। এ গ্রন্থের রচয়িতা মহাত্মা দীনবন্ধু বেদান্ত-রত্ন মহোদয়ের জীবনী শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে। পাঠকগণ তাহাতে অনেক অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত নূতন নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিবেন। আমরা কেবল মাত্র তাঁহার

যৎসামান্য পরিচয় গ্রন্থের শেষভাগে দিলাম। এই দু'চারটী গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির জন্যই আমার এ ভূমিকা লেখার বিড়ম্বনা।

উপসংহারে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, হাওড়াকোর্টের সুবিখ্যাত উকীল পরম-প্রেমিক ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই পুস্তকের একশত কাপি এককালীন ক্রয় করিয়া এবং তাহার মূল্য অগ্রিম দিয়া আমার যথেষ্ট কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে যদি এই গ্রন্থের সঙ্গীতাদি আলোচনা দ্বারা কাহারও বিন্দুমাত্র উপকার হয় তবেই বুঝিব আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক। অলমিতি বিস্তরেণ।

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"
পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া।
১৩২৩ সাল, মাঘীপূর্ণিমা।

বিনীত,
বৈষ্ণব-দাসানুদাস
শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মঙ্গলাচরণম্।

বাঞ্ছাকল্পতরুং সমস্তসুখদং ভাবৈকলভ্যং সতাং
বেদ্যং বেদবিদাং গুণৈকনিলয়ং লীলাময়ং মাধবম্।
গোবিন্দং গুণজন্মকর্ম্মভিরহো সন্তারয়ন্তং জগৎ
রাধাপ্রেম-নিধিং প্রযামি শরণং ভাবপ্রদং শ্রীহরিম্॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥

---

(১)

ওহে হেরম্ব পদাম্বুজে দাও হে আশ্রয়।

জানি তোমার স্মরণে বিঘ্ন দূরে যায়॥

(ওহে) বিঘ্ন-বিনাশকারী, করি-মস্তকধারী,

মিনতি করি;—

(দীন) বিপদে প'ড়ে যেন তোমার পায়॥

ওহে দয়াময় বিপদ সময়,

(দীনে) সাধন হীন ব'লে হ'ওনা নিদয়,

ওহে গণেশ বিঘ্নপতি, করে দেবপতিও নতি

বিপদ নাশিতে;—

(আমি) সেই বলে ডাকি রেখো রাঙা পায়॥

দেহ পাপে মগন,

না হয় সাধন ভজন,

ক'রব সাধনা সাধমনে বিষাদ সাধে ভবনে

রিপু ছয়জনে;—

(বল) সে দিনে কি হবে দীনের উপায়॥

(২)

প্রাণ গৌরাঙ্ ! এসে হরি ব'লে বাহু তুলে প্রেমেতে মাতাও হে।

এবার সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে তোমায় দেখিবারে চাই হে॥

কলি-জীবে উদ্ধারিতে এলে গৌর অবনিতে হে
আমি অধম পাতকি আমার পানে চাও হে॥
(যদি) ন'দেছেড়ে আস্‌তেনার হৃদয়মাঝে ন'দে কর হে।
(আমার) হৃদয়-ন'দে হ'য়ে উদয় দরশন দাও হে॥
একা যদি আস্‌তে নার ভাই নিতাইকে সঙ্গে কর হে
প্রিয় গদাধরে ল'য়ে বামে দরশন দাও হে॥

(৩)

এস হে কৃপাকরি শ্রীগৌরহরি।
(আমি) মনের সাধে হেরবো তোমায় বাসনা মনে করি॥
ওহে দয়াল গৌরাঙ্গ, নিয়ে সব সাঙ্গোপাঙ্গ,
প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে কর প্রসঙ্গ;—
(এসে) নৃত্যকর নিতাই সনে বদনে ব'লে হরি॥
দীনের বাসনা মনে, সব ভক্তগণ সনে,
সঙ্কীর্ত্তনে তোমা ধনে হেরবো নয়নে;—
(দেখ) ক'রনা নিরাশ সে আশায় সদয় হও দয়া করি॥

(৪)

নদেরচাঁদ ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হও হে হৃদয়-নদীয়ায়।
ন'দে তোমার চরণ পানে চায়॥ (শুদ্ধ হবার লাগি)

দেখে তোমার শ্রীগৌরবরণ,
আমার হৃদয়-ন'দে বাসীগণ,
হবে ভাব সাগরে মগন,—
(তাদের) যাবে কুভাব ভাবেতে তোমার,—
(নাচ) নিয়ে নিত্যানন্দ রায়॥ (হরি হরি ব'লে)

দাও গৌরহরি শ্রীচরণ আমায়,
পেলে তোমার চরণ দয়াময়,
দীনের তাপিত পরাণ জুড়ায়,—
শুদ্ধ হবে কায়া যাবে মায়া হে,—
(দীন) তাই লাগি ডাকে তোমায়॥ (ওহে শ্রীগৌরাঙ্গ)

(৫)

দেখ এসে ওহে নগরবাসী কি আনন্দ ন'দে ভবনে।
গৌর, হরিবলে বদনে॥ (নিজে হ'য়ে হরি)
উঠিলরে হরিনামের রোল,
ভাবে আচণ্ডালে দিয়ে কোল,
বলে নিমাই বল্‌রে হরিবোল,
নামে আপনি মেতে জগৎ মাতাল,—
এমন হবে না রে ভুবনে॥ (জীব তরাইতে)

নিতাই সনে নাচে বিশ্বম্ভর,
শ্রীবাস অদ্বৈতাদি গদাধর,
ভাবে বিভোর করিছে নগর,
একবার যে দেখেছে সেইত ভুলেছে,—
গৌর-ভাব লেগেছে তার প্রাণে॥ (ভবের ভাব ছেড়ে)
(গৌর) হরি নামে জাগাল ভুবন,
তবু আছে ভবে হেন জন,
না শোনে নাম অধম তারণ,
দীন! এমন সুদিন পাবি নারে আর,—
গৌরহরি বল বদনে॥ (ভাবে বিভোর হ'য়ে)

(৬)

নির্দয় হ'য়ে দীনে দীনবন্ধু দীনদয়াময় নাম খোয়া'ও না।
আমি তোমা বৈ আর জানি না॥ (ওহে দীনবন্ধু)
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই জানিনা, জানি তুমিধর্ম্ম তুমিকর্ম্ম তুমিই সাধনা;—
আমার ভজন পূজন হে দীনশরণ;—
তোমার অভয় চরণ, দেখ দিতে বঞ্চিত ক'রো না॥
ওহে বিশ্বরূপ বিষয় বিষ স্বরূপ,
তাতে কেবল অভাব, নাই কোন ভাব, স্বভাবে বিরূপ;—
আশা তোমার ভাবে রবো এ ভবে,—
সে আশায় নিরাশ ক'রো না॥ (ওহে দয়াল হরি)

ওহে দানবারি কালিয়-দমন,
(সেই) কালভুজঙ্গের মুখের গরল তাও রাখলে না;
আমার মুখে গরল অন্তরে গরল হে,—
দেহ গরল মাখা, তবে কেন চরণ পাব না॥ (কালিয়ের মত)

(৭)

এবার রাখ পদে বিপদবারণ!
(আমার) সাধন ভজন সহায় সম্পদ সকল তোমার শ্রীচরণ॥
ওহে অনাথশরণ আমি চাইনা অন্য ধন
(কেবল) তোমা ধনে ধনী হ'য়ে জুড়াব জীবন;—
আমার এই বাসনা যেন সদা থাকি তোমাতে মগন॥
ওহে অগতির গতি করি পদে মিনতি
(যেন) বিপদে সম্পদে মতি রয় তোমার প্রতি;—
(যেন) কুকার্য্য সাধিতে মতি যায়না হে মধুসূদন॥
প'ড়ে অকূল পাথারে ডাকি তোমায় কাতরে
তোমা বিনে এ দুর্দ্দিনে বল কে তারে;—
দিয়ে চরণতরি কৃপাকরি তরাও হে দীনশরণ॥

(৮)

বড় পিপাসা অন্তরে হ'য়েছে এবারে
দেখিবারে তোমার হৃদয়রতন।
(কবে) মিটিবে বাসনা বলিবে রসনা
দয়াল হরি আমার ব্যাপ্ত ত্রিভুবন॥

(যেন) তোমার ভাব ছাড়া হয় না হৃদয়,
(যেন) ভাবে সদা মত্ত থাকি দয়াময়,
তোমার কৃপাবিন্দু পেলে দীনবন্ধু
(আমি) আনন্দ সাগরে হই হে মগন॥
(কবে) আনন্দ সাগরের বারি করি পান
মিটিবে পিপাসা জুড়াবে পরাণ
(যাবে) ত্রিতাপ জ্বালা দূরে র'বে না অন্তরে
(দীনের) পাপ তাপ আদি বিষয় তাপন॥

(৯)

হ'য়ে ভ্রান্ত প্রাণকান্ত তোমার লীলা খেলা বুঝিতে নারি।
(তুমি) যখন যেভাবে রাখিছ আমারে সেভাবে কেমনে হেরি॥
(আমার) যখন যে আশ হয় শ্রীনিবাস
তুমি জান নাথ সেই বাসনা;—
(তাই) দিতেছ সতত না আছ বিরত
তথাপি কাঁদিয়ে মরি॥

(তুমি) হৃদয় মাঝারে আছ নিরন্তর
অন্তরেতে কেন ঘুরে মরি ;—
(ওহে) হৃদয়বল্লভ দাও সেই ভাব
(যেন) ভাবেতে ভাবিতে পারি ॥
(যাই) যখন যেখানে সাধ হয় মনে
তোমা ধনে যেন না পাশরি ;—
(তাই) পত্র পুষ্পফলে এই ধরাতলে
জাগিছ জগত ভরি ॥
(হরি) যে পেয়েছে আঁখি ওহে কমলাখি
নিরখিছে সদা তোমায় প্রাণে,—
(নাথ) রেখো নাকো বাকি দিতে সে প্রেম-আঁখি
আশা প্রেম ভরে হেরি ॥
(আশা) প্রেমেতে নাচিব প্রেমেতে গাহিব
শুনিব শুনাব তোমার কথা,—
(নাথ) গাঁথিব হৃদয়ে যতন করিয়ে
প্রেম-গাথা হার করি ॥
(নাথ) যেন তোমা বিনে ভবনে বিজনে
(আর) ধন জনে না রয় মতি,—
(ওহে) হরি দীনবন্ধু তব প্রেম-সিন্ধু-
নীরে যেন ডুবে মরি ॥

(১০)

(আমায়) ভালবাসায় মাতায়ে দাও ওহে হরি প্রেমময়।
তোমার ভালবাসা সাগরে ডুবিয়া শীতল করিব এ হৃদয়॥
আসিব না খেলিব না যদি না দাও দেখা ;—
(ওহে) প্রাণসখা দিয়ে দেখা সুখে রাখ আমায় এই ধরায়॥
দিবানিশি কত খেলা খেল্‌ছ আমার সনে ;—
(আবার) দেখিতে দেখিতে লুকাও চকিতে
ভাবিতে ভাবিতে দুখ হয়॥
কত কথা কত ব্যথা ব'লব মনে করি ;—
কিন্তু না দেখে নয়নে বিরহ দহনে দিবানিশি দহে এ হৃদয়॥
এ জীবনে পাব না কি তব দরশন ;—
(তুমি) থাকিয়ে আড়ালে ডাক আয় আয় ব'লে
আসিয়ে দেখা না দাও আমায়॥
হৃদি মাঝে যে যন্ত্রণা কি জানাব আমি ;—
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়ের স্বামী জানিতেছ হরি সমুদয়॥

(১১)

রাধা গোবিন্দ নামে হওরে মন পাগ্‌লা।
নামে আনন্দ পাবি রে, নামে দূরে যাবে জ্বালা॥
কৃষ্ণ নাম বড়ই মধুর রে, নাম ভব পারের ভেলা॥
রাধা নাম বড়ই মধুর রে, নাম জপ না দু'বেলা॥

নামবিনে আর গতি নাই রে, তোরে যেতে হ'বে একলা।
শুধু নামে প্রেম পাবি না রে, নামে না হইলে পাগ্‌লা॥

(১২)

ভালবেসে মেটে না সাধ আরও ভালবাসা চাই।
আমায় দাও ভালবাসা পূর্ণ হউক আশা
একেবারে ভাবে মেতে যাই॥
চোকে চোকে বুকে মুখে রয়েছ সতত ;—
(তুমি) আছ ব'লে আছি বাঁচাও তাই বাঁচি
না থাকিলে অমনি মরে যাই॥
তুমি আমার আমি তোমার হে প্রাণবল্লভ ;—
তুমি চলাও তাই চলি বলাও তাই বলি
তোমায় ভাবিলে সকলি ভুলে যাই॥
একেবারে তোমার হ'য়ে আপনা ভুলিব ;—
ভাবে যে দিকে চাহিব সে দিকে দেখিব
সদা যেন তোমার দেখা পাই॥

(১৩)

ওহে রাধারমণ হয় যেন মন ভাবিতে তোমারে।
আম'র অন্তরের বেদনা কি আর জানাব তোমারে॥
তুমি যা বলাবে, আমি তাই বলিব,—
দীনে হাঁসাও কাঁদাও নাচাও মাতাও সাজাও তোমার ক'রে॥

(আমার) সাধন ভজন, ওহে রাধারমণ ;—

হয় যেন ঐ অভয় চরণ পাই যেন তোমারে ॥

দীনে অভয় দাও হে, ওহে অভয় দাতা ;—

নাথ তুমি গুরু তুমি ত্রাতা অন্তরে অন্তরে ॥

দীনের ইন্দ্রিয়গণ, ওহে দীনশরণ ;—

(যেন) থাকে তোমার ভাবে মগন পায় যেন তোমারে ॥

(১৪)

(হরি) কি বলিব তোমায় যাহা ইচ্ছা হয়

কর করে করে বাঁধিয়ে এবার।

ভাবিয়ে বিদেশী কল্পে দ্বেষা দ্বেষী

বেশী ক'রে তুমি করিও প্রহার ॥

তুমি হে অপার কৃপা পারাবার,

আমি ভক্তি হীন অতি দুরাচার,

আমি পাপ-সিন্ধু ওহে দীনবন্ধু

(আশা) দয়াসিন্ধু-সনে মিশিব এবার ॥

(কিছু) বলিবারতো নাই ভেবেও না পাই

অন্তর্যামী তুমি জানিছ সদাই,

দিবানিশি বসি ভাবিয়ে তোমায়,

তোমার ভাবে ঘুচে যায় যেন আমার ॥

তোমার আমার ভাবে আকারের বিকার,
আকারে মিশায়ে কর তদাকার,
তাতে তোমার ভাব ওকার মিশায়ে,
বিশ্বরূপ রূপ কর হে তোমার ॥
সেই তুমি এই এ তিন আকারে,
তত্ত্বমসি বাক্য বলে শাস্ত্র-কারে,
কি ক'রে কি হয় ওহে দয়াময়,
(আমি) তত্ত্বমসি বুঝি সকলি তোমার ॥

(১৫)

হরি, দয়াকর অধম দীনে।
ওহে দীনদয়াময় পতিতপাবন চাওহে কৃপা-নয়নে ॥
আমি অতি দীনহীন, সাধন ভজন বিহীন
বিষয় মদে মত্ত হ'য়ে আছি রাত্রি দিন ;—
তুমি দীনদয়াময় তাই দয়াময় ডাকি তরাও এ দীনে ॥
আমার ইন্দ্রিয় সকল, হ'ল বড়ই প্রবল
তারা মানেনা বিবেক বুদ্ধির বন্ধন কৌশল ;—
বল কেমনে ডাকিব তোমায় অলস পাপ প্রাণে ॥
আমি অতি অভাজন তুমি অধম তারণ
তাই নিজগুণে কর দয়া হে দীনশরণ ;—
দীনের নাই কোনও সম্বল হরি তোমার ঐ চরণ বিনে ॥

(১৬)

তুমি আছ প্রতি ঘরে ঘরে, এ বিশ্ব-মাঝারে,
কোথা যাব আর করিতে সন্ধান।
আমি কপাল পোড়া, তাই তোমার ভাব ছাড়া,
দেখেও দেখিনা তুমি বর্ত্তমান॥

লুকো চুরি খেলা ভাল যে না বাসি,
তাই সদা তোমায় দেখ্‌তে অভিলাষী,
(হ'য়ে) ভাবেতে বিভোর, এ মায়ার ঘোর,
কাটাব এবার ক'রেছি অনুমান॥

(তুমি) পিপাসার জল তুমিই সকল,
ধর্ম্মাধর্ম্ম সব তুমিই সম্বল,
আর নাই কোন বল, আমি যে দুর্ব্বল,
(বল) তোমারে কেমনে করিব সন্ধান॥

(তুমি) থাক প্রাণের ভাবে সদা বর্ত্তমান,
(তাই) সাধক তোমার ভাবে হারায় মান জ্ঞান,
আমি যে অজ্ঞান, (নাই) কোন কাণ্ডজ্ঞান,
তাই জ্ঞানময় কর জ্ঞানদান॥

মায়া যবনিকা ঢাকিছে আমারে,
তাই তোমা হারা মরি হাহা ক'রে,
তোল যবনিকা দেখ্‌ব তোমার খেলা
(আর) তোমাতে আমাতে ক'রোনা দুখান॥

(১৭)

কি ব'লে বল ডাকি তোমায় ওহে হরি জীবনের জীবন।
আমার মন হ'তেছে উচাটন॥ (তোমায় পাবার লাগি)
তুমি পিতা হ'য়ে করিছ পালন,
আবার মাতা হ'য়ে গর্ব্বে ধ'রে করিছ পোষণ,
(আবার) পতি পত্নী সেজে ভবে মজায়ে—
সুতা সুত হ'য়ে নিলে জনম॥ (মায়া বাড়াইতে)
(যদি তোমা ছাড়া কিছুই নাই ভবে,
তবে নিশি দিন কেন তবে ভাবাও কুভাবে,
ভবের ভাব দিয়ে ভাব কেড়ে নি'ছ হে—
(তাই) ক্লান্ত হ'ল এজীবন॥ (ভাব ছাড়া হ'য়ে)
তুমি রাখ যখন বিষয়ে ভুলায়ে,
(তখন) বিষয়-মদে মত্ত থাকি তোমায় ভুলিয়ে,
(আবার) যখন দাও ভাব ওহে ভাবময়—
তখন কিছুতে লাগেনা মন॥ (নাথ তোমাবিনে)

কেড়ে লও নাথ (আমার) যত আছে পাপ,

(আমি) তোমার পদে প্রাণ স'পিয়ে নাশিব সন্তাপ,

তোমায় প্রাণ দিয়ে প্রাণ জুড়াইব হে—

আমি ভুলে যাব ধনজন॥ প্রাণ তোমায় দিয়ে)

হরি তুমি আমার জ্ঞানদগ্ধক,

(তাই) বাসনা পুড়াও হে ভবে হ'য়ে কল্পতরু,

তোমায় দেখ্‌ব আশা ঘটে ঘটে হে—

আর হব তোমাতে মগন॥ (সর্ব্ব ঘটে হেরে)

(১৮)

ওহে জগদীশ আমি যে বিদেশী

ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি (কিন্তু) হয় না সাধন।

তোমার আদেশে সংসার বিদেশে

তোমারি সংসার করিহে পূরণ॥

(নাথ) তুমি বিশ্বরূপ অরূপ চিদ্রূপ,

বিশ্ব তোমায় রূপ না হয় বিরূপ,

প্রভাতে উঠিয়ে চৈতন্য পাইয়ে

চ'লেছি এবার করিতে ভ্রমণ॥

(দে'খ) দে'খ দয়াময় তোমারি আজ্ঞায়,
করিয়ে সংসার (যেন) সং সার না হয়,
তুমি হৃষীকেশ, হৃদয়ের ঈশ,
(কর) সাবধান যেন না হই পাপেতে মগন॥
(যেন) অদ্যকার দিনে যা পাই যেখানে
তাই মনপ্রাণে (আমি) করিতে গ্রহণ,
অহংভাবে ম'জে, বিপদ পঙ্ক সেজে,
(যেন) প্রতি কাজে তোমায় না হই বিস্মরণ॥
(যেন) স্পর্দ্ধাতিরস্কার কলিগত পাপ,
রোগ শোক দুঃখ (শত) দৈন্য অনুতাপ,
হয়না যেন ভবে হতাশ সন্তাপ
(ওহে) ত্রিতাপহারী হরি ক'রো নিরীক্ষণ॥
আমার নয় সংসার সকলি তোমার,
আমিও তোমার তুমিও আমার,
ওহে সারাৎসার, সংসারের সার,
(যেন) সংসারে এবার পাই দরশন॥
এ অধম "দীনে" আজিকার দিনে,
ওহে দীননাথ দিও সুদিন দীনে,
যেন তোমাবিনে আর কিছু ভাবিনে
(যেন) তোমারি আদেশ করিতে পালন॥

(১৯)

কেমন ক'রে দীনবন্ধু মনের সাধে ভাবি তোমায়।

চিত্ত বিষয় সুখেতে রত —

বিষয় বিষে জ্বলে মন প্রাণ, কি হবে এ দীনের উপায়॥

দেখিয়ে আপন ভাব, রিপুগণ হে মাধব,

যা ছিল মোর সব লুটিল্, শূন্য করি এ দীনের হৃদয়॥

যা ছিল মোর সব লুটিল কুল মান সব গেল

রিপুগণে মুখ বাঁধিল ডাকতে আর পারিনা তোমায়॥

ফেলে এ বিপদ কালে কেমনে বা আছ ভুলে

বিপদবারণ নামটী তোমার মনে নাই কি দীনদয়াময়॥

কুকর্ম্ম-আঁধার বনে আনিল এ রিপুগণে

হতাশে যায় হে প্রাণ দীননাথ দাও হে অভয়॥

(২০)

(হরি) তুমি দীনবন্ধু তুমি দয়াসিন্ধু

ভবসিন্ধু মাঝে তুমিই সহায়॥

তোমার দয়াবিনে এ তিন ভুবনে

ভবনে বিজনে নাই অন্য সহায়॥

(হরি) যে বলে তোমায় নিষ্ঠুর নির্দ্দয়,
সে কি জানে তোমার মহিমা নিচয়,
প্রতিক্ষণ যাতে বাঁচে বিশ্বময়
জীবগণ যাতে বিপাক হারায়॥
তোমার দয়াবলে প্রতি পলে পলে,
জীবন পালন হয় ভূমণ্ডলে,
বিনে তব দয়া যাতনা ভবমায়া
যে ভাবে বিভোর আছে জীবচয়॥
দূর কর আমার এই মোহমায়া,
দাও দীনে দয়াল অভয়পদ ছায়া,
শুদ্ধ হউক আমার এই পাপ কায়া
তোমারি দয়ায় ওহে দয়াময়॥
(যদি) পাই হে তোমারে দেখি প্রাণ ভ'রে,
অন্তরে বাহিরে আকারে প্রকারে,
(তবে) বলব উচ্চৈঃস্বরে জীবের দ্বারে দ্বারে
দয়াল হরি দয়াল হরি দয়াময়॥

(২১)

হরিবল হরিবল হরিবল ভাইরে।
কেন মিছে ভুলে আছ কিছুই কিছু নয়রে॥ (কেউ কারও নয়রে)

সকলি অনিত্য ধন, সুত গৃহ পরিজন।
হরি কেবল নিত্যধন সর্ব্ব-জীব-ময়রে॥
হরি ধ্যানে হরি জ্ঞানে, হরি মনে হরি প্রাণে।
হরিবল অনুক্ষণে আর গতি নাইরে॥
হরি পিতা হরি পতি, হরি বন্ধু হরি গতি।
হরি গুরু হরি মতি হরিই আশ্রয়রে॥
পতিত পাবন হরি, অগতির গতি হরি।
দীনজন বন্ধু হরি হরি বল ভাই রে॥
হরি শ্রীরাধা গোবিন্দ, ভাব পাইবে আনন্দ।
হরি নামে প্রেমানন্দ (হবে) হৃদয় বৃন্দাবনরে॥

(২২)

এবার ভবে মজা লব।
মজা লুটিব আর লুটাইব॥
হরিনামে নেচে গেয়ে নাম রসে মাতিয়ে রব।
(হ'য়ে) ভাবে বিভোর, ক'রব বিভোর, নামে জগৎ মাতাইব॥
মাতিব আর মাতাইব নাচিয়ে সবার নাচাব।
(মুখে) ব'লে হরি, বলাব হরি, আনন্দ-নীরে ডুবে রব॥
হরিনামের উচ্চরবে রবি সুতে দূর করিব।
(করি) হরিনাম, শেষের সম্বল ডঙ্কা মেরে চলে যাব॥

(২৩)

কোথা পতিত পাবন দয়াময় ওহে দয়াল হরি।
আমি অকূল সাগরে হরি তুমি হে কাণ্ডারী॥

ওহে রাধাকান্ত, ভ্রান্তে কর শান্ত
যেন অশান্তি তরঙ্গে প'ড়ে যায় না দেহতরি॥

ওহে চক্রপাণি দিবস রজনী
ভাবি, কুপথের পথিক ক'রোনা দীনবন্ধু হরি॥

(২৪)

মনের সাধমিটায়ে প্রাণের হরি দেখা কি দিবেনা।
কেন থেকে থেকে যাও হে চলে দুঃখ কি বোঝনা॥

আমার কাঁদে প্রাণ, ওহে প্রাণ ধন,
এসে জুড়াও জ্বালা ওহে কালা লুকায়ে থেকনা॥

রব দিবানিশি, ওহে কালশশী,
হব তোমায় আমায় মেশামেশি বিদেশী রবনা॥

বড় আশা মনে, হৃদয় বৃন্দাবনে,
(রাখব) সযতনে এ জীবনে ছাড়িয়ে দিবনা॥

খেল লুকোচুরি, ওহে দয়ালহরি,
আমি ধরি ধরি মনে করি ধরা কি দিবেনা॥

(২৫)

আর ভুলা'ওনা ভবের খেলায় লীলাময় শ্রীহরি।
(আমি) ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমায় দিয়ে হইলাম তোমারি॥

হ'য়ে তোমায় বিস্মরণ, পেয়েছি বহু বেদন,
সকলি জানত নাথ হ'য়ে হৃদয় বিহারী॥

যাদের ল'য়ে তোমায় ভুলে, য'কে ছিলাম আপন ব'লে,
খেলে খেলে সব বুঝেছি সকল তোমার চাতুরী॥
তোমাধনে ভুলাইয়ে, ভব ঘোরে ঘুরাইয়ে,
যে দুঃখ দেয় রিপুগণে বলিতে না পারি॥

(২৬)

কি ভাবের খেলা হরি খেল্‌ছ সদা আমার সনে।
(আমায়) কভু ভাবে কভু অভাবে কভু ভাবাও ধন-জনে॥

পুত্র মিত্র ধনে মিলায়ে যতনে, যতন করিছ কভু ভাবি মনে,
আবার ভাবি মনে, এসব প্রলোভনে, ভুলায়ে ভুলাবে পরম-ধনে;
চাইনাভুলিতে, চাইনাভুগিতে, চাই হে ভাবেতে নাথ নিশিদিনে॥

ভুলাইতে যদি চাওহে এদীনে, না ভুলিয়ে দীন থাকিবে কেমনে
তোমারমায়ার খেলা কেউকি কখন নিজগুণে হরি কাটাতেপারে;
যদি তব প্রেমে, বাঁধ নিজগুণে, তবে মায়াগুণে কাটাই স্বগুণে॥

দিওনা দিওনা বিষয় ভাবনা, ক'রোনা ক'রোনা ভাবেতে বঞ্চনা,
করি এ বাসনা, মনের বাসনা, পুড়াইবে আশা প্রাণের হরি ;—
দেখিব খেলিব খেলা না ছাড়িব পাইলেও সেই মুকতি ধনে ॥
পুত্রমিত্রশত্রুকলত্রবান্ধবে, হে ভব বান্ধব ভাবাও তোমার ভাবে,
সবাতে তোমার রূপ নিরখিয়ে অনুপম প্রেম পাইব প্রাণে ;—
থাকেনা ভাবনা আসেনা ভাবনা আসিলে ভাবনা তোমারি সনে ॥

(২৭)

বিতর কৃপাবিন্দু, প্রভু জগৎবন্ধু, হ'তে এ ভবসিন্ধু কর ত্রাণ।
গঙ্গাধর হর, অজ্ঞান তিমির, জ্ঞানময় কর জ্ঞান দান ॥
সগুণে নির্গুণে, ভক্তি পূজনহীনে, হের কৃপা নয়নে ভগবান।
বিনে কৃপাতরী, তরিতে কিসে তরি, দুস্তর সাগর রূপ অজ্ঞান ॥
উমেশ উমানাথ, করিহে প্রণিপাত, যেন তোমাতে সদা থাকে মন
ওহে দীনশরণ, ত্র্যম্বক ত্রিনয়ন, হও দীনের প্রতি কৃপাবান ॥

(২৮)

দীনশরণ ভাবে রাখ দীন জনে হে।
কে আর জানিবে মরমবেদনা আর কারেবলি তোমাবিনে হে ॥
কুসঙ্গে মগন হ'য়ে হে হরি বৃথা কাজে দিন ফুরাল হে ;—
হল'না সাধনা গেলনা বাসনা, বড় ভাবনা হ'ল মরমে হে ॥
সংসারঘোরে মায়ামোহে প'ড়ে দিবানিশি হিয়া জ্বলিছে হে ;—
নিভাইতে জ্বালা ডাকিছে দু'বেলা হরিহরি ব'লে বদনে হে ॥

(হরি) লও মমভার ভু-ভার-হরণ

মনপ্রাণ তোমায় স'পিনু হে ;—

হ'ওনা কাতর কলঙ্ক রটিবে (তোমার) অধমতারণ নামে হে ॥

আমার যা আছে প্রাণে প্রাণরমণ, সকলিত তুমি জানিছ হে ;—

হ'লনা পূরণ মনের বাসনা (আমায়) ক'রনা বঞ্চনা চরণে হে ॥

তুমি নাম ধরিয়াছ পাতকি তারণ ওহে ওহে দীন দয়াল হে ; —

আমাসম পাপী পাবেনা ভুবনে ফিরে চাও কৃপা নয়নে হে ॥

(৩০)

বল আর কতদিন এমনি ক'রে।

তোমায় দেখিবনা প্রাণভ'রে ॥

থাকিয়া থাকিয়া, তোমারে দেখিয়া,

মনের সাধ মেটেনা।

তাই দাও দরশন, হে মনোমোহন,

বাহিরে হৃদয় মাঝারে ॥

পরের মতন, থাকিব কদিন,

আসিয়া তোমার সংসারে।

তাই প্রাণনাথ, কর আত্মসাৎ,

রাখহে আপন ক'রে ॥

আপনা ভেবেছি, প্রাণ স'পেছি,
তোমার হ'য়েছি দেখনা।
(আমার) তোমারি মতন, এমন আপন,
নাহিক ত্রিজগত মাঝারে॥

অন্ধের মতন, সারাটী জীবন,
ঘুরে ঘুরে মরি বাহিরে।
ওহে প্রাণ গোবিন্দ, দাও প্রেমানন্দ,
ডুবিব আনন্দ নীরে॥

সকল ভুলিব, তোমারে ভাবিব,
সেদিন পাইব কবে।
কাহার বারণ, আর শুনিবনা,
রাখিব হৃদয় মাঝারে॥

* দুখ দাও প্রভু সহিয়ে আমি,
ভাবি যেন সদা তোমারে।
(আমি) আসি যাই প্রভু তাতে দুখ নাই,
পাই যেন নাথ তোমারে॥

---

* এই দুইটী কলি স্বর্গীয় বেদান্তরত্ন মহাশয়ের রচিত নহে, তথাপি উপরের সহিত মিল আছে বলিয়া দেওয়া গেল। (সঃ)।

(৩১)

তুমি একজন হৃদয়ের ধন দীনবন্ধু দয়াল হরি।
আমি মন প্রাণ সব তোমায় দিয়ে হইলাম তোমারি ॥
এ সংসার অকূল পাথার দেখে ভয়ে মরি ;—
তুমি বিপদবারণ দীনশরণ অকূল কাণ্ডারী ॥
দাও অভয় অভয় দাতা, তুমি গুরু তুমি ত্রাতা,
তুমি বন্ধু তুমিই আশ্রয় ;—
বিনে তব দয়া নাথ কেমনে বা তরি।
(তুমি) নিজ গুণে দীনজনে দাও চরণ তরী ॥
তুমি ধন তুমি জন, তুমি মন তুমি প্রাণ,
তুমি আমার জীবন সহায় ;—
নিজজন জেনে আমি হ'য়েছি তোমারি।
(আমায়) ভালবেসে লও কোলে হৃদয়বিহারী ॥
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি সাধন ভজন,
তুমি আমার পরাণের পরাণ ;—
হৃদি মাঝে নিশিদিন বিহর হে হরি।
(আমি) প্রেমানন্দে হ'য়ে মগন তোমারে নেহারি ॥
ভুলায়ে রেখনা ভবে ভাবে ভাবে ভাবাও ভবে,
ভাবনিধি হৃদয় বল্লভ ;—

সুখে বা দুঃখেতে রাখ যা ইচ্ছা তোমারি।
তুমি আমার আমি তোমার (আর) সকলি তোমারি।

(৩২

কেমন বন্ধু দীনবন্ধু! এবার আমা হ'তে জানা যাবে।
দিয়ে ভক্তিভাব হে ভববান্ধব (দীনের) ভাবনা ঘুচাতে হবে॥
ঘোর অন্ধকারে এঘোর সংসারে
আর কতদিন ঘুরিতে হবে,
আমি অন্ধ যেমন তেমন ক'রে
আর কত দিন রহিব ভবে॥
ক্রমে ফুরাইল দিন আসিতেছে দিন
যেদিন এ দেহ ছাড়িতে হবে,
না শুনিবে বারণ সে কালশমন
কেশে ধ'রে (আমায়) ল'য়ে যে যাবে॥
দুটী চোখ বেঁধে দিয়ে (পায়ে) মায়া বেড়ি দিয়ে
চোরের মতন রেখেছ ভবে,
বল, কারামুক্ত চোরের মতন (পায়ের) মায়ার বেড়ি খুল্‌বে কবে॥
আমি ঘোর অপরাধী ওহে দয়ানিধি
(তোমার) দয়ার বিধি দেখাবে কবে,
আমার দোষ না গণিয়া প্রেমভক্তি দিয়া
বল, কোলে তুলে কবে বা লবে॥

(৩০)

আর পরের হাতে হরি ক'দিন আপন ধনে
ফেলিয়ে রাখিবে বলনা॥
আমি নয় আমার হ'য়েছি তোমার
তোমার ধনে তুমি লওনা॥
পরের ধনের ব্যথা পরে নাহি বোঝে,
ইহাও কি তুমি জান না।
আমি তোমার হইয়ে (প্রাণনাথ) মরমে মরমে
(আর) পরের ব্যথা সইতে পারিনা॥
(তাই) কায়-মন-প্রাণে তোমার ঐ চরণে
বিক্রিত হ'য়েছি দেখনা।
(নাথ) আমি নয় আমার হ'য়েছি তোমার
(আমার) তোমার কাছে যেতে বাসনা॥
ভিখারিও রাখে নিজ ধনজনে
প্রাণান্তেও ভুলে থাকেনা।
তুমি হ'য়ে প্রাণেশ্বর আমায় ক'রে পর
আর যেন ভুলে থেকনা॥
বড় সাধমনে নাথ এ জীবনে পরের কথায় মন দিবনা।
তাই বিপদে সম্পদে (প্রাণনাথ) রেখো অভয় পদে
শ্রীপদে বঞ্চিত ক'রনা॥

(৩৪)

আর কে জানিবে হরি মরম বেদনা, কারেবা বলিব বলনা।
আমি আছি যেই সুখে (তাই) জানাতে তোমাকে
মুখে আর কথা সরেনা॥
আপন কর্ম্মপাকে পড়েছি বিপাকে
সুখের আর আশা করিনা—
ওহে পতিতপাবন এ পতিত জন
তোমা বিনে কিছু জানেনা॥
আমার বড় সাধ মনে শয়নে স্বপনে
তোমা বিনে যেন ভাবিনা—
এই দীন-জন-আশ ওহে শ্রীনিবাস
পুরাইতে বাকী রে'খনা॥
কোন অপরাধে প্রতি পদে পদে
বিবাদ বাধে তা জানিনা—
হোক যতই প্রমাদ ওহে দীননাথ
(আমার) মন যেন তোমায় ভোলেনা॥

(৩৫)

তোমাতে মজিয়া যত সুখ পাই, তত সুখ আর কিছুতে না পাই।
চাইনা সে সুখ যাতে ভুলে যাই, ধন জন মান ছাই মাটি ছাই,
তোমারিপ্রেমেতে প্রাণমাতাইতে ভাবদাও যাতে তোমারেপাই॥

তোমারি লীলা তোমারি খেলা দেখিবারে প্রেম-নয়ন চাই,
দাও সে নয়ন হে দীনশরণ দরশন যেন সদাই পাই ॥

যাদের লাগিয়া তোমারে ভুলিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া হ'তেছি ছাই,
তোমাছাড়া হ'লে তারাই অনলে এ দেহ পোড়ায়ে করিবে ছাই ॥

* দীনের বেদনা দীনবন্ধু বিনা বল কে নাশিবে কাহারে কই,
তুমি অধম তারণ কলুষ নাশন চরণে শরণ ল'য়েছি তাই ॥

ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া এ ভব-সাগরে ভাসিয়া যাই।
কত শুভদিন বৃথা হ'ল গত ঘোরআঁধারে কূল না পাই ॥

ভাব লভিবারে ভ্রমি এ সংসারে (শুধু) নিরাশ হইয়া যাতনা সই।
দয়াময় তুমি করুণা করিলে হেন ভাব-ধন অনায়াসে পাই ॥

(যখন) উথলিয়া উঠে ভাবেরলহরী আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাই।
আকুলপরাণে তব শ্রীচরণে (আমি) প্রাণ মন হরি স'পেছি তাই ॥

এস নাথ এস হৃদয় মাঝারে তব অনুভবে প্রাণ জুড়াই।
বিভোর পরাণে, তব গুণ গানে, তোমার হইয়া আপনা হারাই ॥

---

* এই হইতে এই গীতটীর অবশিষ্টাংশ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের শ্রীচরণাশ্রিত কোন ও সেবক দ্বারা রচিত। (সং)

(৩৬)

ওহে কালা! তোমারলীলা, বল এ সব খেলা বুঝাবে কবে।
কতমত খেলা খেলিছ হে কালা তোমার খেলা বুঝাবে কবে ;—
(খেলা বুঝায়ে দাও, ওহে প্রাণসখা)
বল এমৃনি ক'রে অন্ধকারে আরবা কত জনম যাবে।
কোথাও কিছু নাই আনিয়ে হেথায় দিলে হে সুখেরহাট বসায়ে ;
(হাট মিলিল, ভাই বন্ধু সনে,)
কেবা তখন মনে ভাবে এ হাট যে ত্বরায় ভাঙ্গিবে।
দিন দুইপরে এসুখ বাজারে দিলে হে দুঃখের দারুণ হানা ;—
(হাট ভেঙ্গে যায়, সুখের মিলান) (জল বিম্বের প্রায়)
(আবার) যেমন ছিল তেমন হ'ল কোথা গেল সেই ত সবে।
করি এ মিনতি ওহে যদুপতি ভাঙ্গা গড়া আমায় ঘুচাবে কবে ;—
(হাট ভেঙ্গনা, যদি ভাঙ্গ তবে আর গ'ড়োনা)
আমি ভাঙ্গা গড়ার দারুণ পীড়া সৈতে নারি আর এ ভবে।

(৩৭)

দিনগত যে দিনে দিনে দেখে কেন দেখনা।
নিরাপদ নিকেতন সেই হরিপদ ভাবনা।
হরিনাম তত্ত্ব সুধা রসনে রসনা সদা,
দেখরে আঁখি হৃদে রাখি এমন রূপ আর দেখ্‌বিনা।—
নাম কর শ্রবণ ওরে শ্রবণ শ্রবণের সাধ আর রবে না।

কিকর কিকর কর জপ মালা গ্রহণ কর,
চলরে চরণ হরির চরণ যথা হ'বে সাধনা।—
নিরত কুপথে গিয়ে পেওনা আর যাতনা॥
কারণরূপে শুপ্ত যে জন কার্য্যরূপে ব্যপ্ত ভুবন,
মঙ্গল বিধানে জীবের সতত যাঁর বাসনা।—
তাঁরে ভুলনা ভুলনা জীব এমন দয়াল আর হবেনা॥

(৩৮)

হরি দীন-দয়াময় বিপদবারণ দীন-দুঃখ-হারী।
এই অকুল সাগরে আমার নাই অন্য কাণ্ডারী॥
বড় ভয় অন্তরে, পড়েছি ফাঁপরে,
তুমি দয়াক'রে দাও আমারে অভয় পদতরী॥
তনু পাপে ভারি, তাই ভয়ে মরি,
দেখে অকাল বাতাস হ'চ্ছে হতাশ বুঝি ডুবে মরি॥
আমার সাথে বাদী, রিপু ছয়জন বাদী,
তাহে পদে পদে বিপদ বাঁধে সে ভয় মনে করি॥
আর ভাবা'ওনা, এ ভবের কুভাব,
আমি ভেবে ভেবে হ'লাম সারা তোমায় পরিহরি॥

(৩৯)

তোমারি মতন এমন আপন ভুবন মাঝারে নাই আমার।
প্রাণনাথ, প্রাণনাথ (হরি) তুমি আমার আমিও তোমার॥

অন্তরে বাহিরে আছ নিরন্তর,
ভুলিয়া তোমারে ক'রেছি অন্তর,
দেখাদাও, দেখাদাও; আর থেকোনা অন্তরে প্রেমাধার॥

ভালবাসাদিয়ে পুরাও মন আশা,
ঘুচে যাক্ মনের বিষয় পিপাসা,
নাশ হে দুরাশা; (তোমার) ভালবেসে জুড়াক্ প্রাণ আমার॥

দিবানিশি নাথ আছ আশে পাশে,
প্রাণে প্রাণে আমায় কত ভালবেসে,
ছাড়িয়ে থাক না,—তবু ভালবাসা বুঝিনা তোমার॥

দিয়েছ শকতি বলিতে করিতে,
খাইতে ঘুমাতে উঠিতে জাগিতে,
দেখিতে শুনিতে;—(নাথ) তোমা বিনা বল নাই আমার॥

দীনবন্ধু হরি দীনজন ত্রাতা,
তোমাবিনা কে আর জানে মনব্যথা
যা করাও (আমি) তাই করি;—তুমি হরি সর্ব্ব-মূলাধার॥

(৪০)

এমন ক'রে কেন ভালবাস ওহে প্রেমময়। (তুমি)
(আমি) ভুলেগেলে অমুনি এসে হৃদয়মাঝে হও উদয়।

প্রিয়তম তোমা হ'তে
কেহ নাহি এ জগতে
আমার) আপন হ'তে আপন তুমি ওহে দীনদয়াময়॥

দেখাদিতে হও কাতর
কিন্তু ভাব নিরন্তর
তোমার) এ কি রকম ভালবাসা বুঝিনা হে সুখময়॥

(তুমি) আকর্ষণ কর প্রাণে
কিন্তু দেখা দাও না প্রাণে
(সদা) আড়ালে আড়ালে থাক দেখাদিতে কি পাও ভয়॥

সদা যদি না দাও দেখা
ওহে দীনজন সখা
তবে) ব্যথা বুঝে দিও দেখা যখন প্রাণ মন ব্যাকুল হয়॥

(তুমি) আছ অন্তরে বাহিরে
দেখা যদি না দেও বাহিরে
তবে) প্রাণে প্রাণে দিও দেখা হ'ওনা কো নিরদয়॥

(ওহে) দীনবন্ধু দীনতারণ
তুমি দীনের সাধন ভজন
আমার) তোমাবিনে প্রাণরমণ কে আছে আনন্দময়॥

(৪১)

মজিতে শকতি দাও তব প্রেমে একেবারে ভাবে মেতে যাই।
জীবন বল্লভ! (আমার) তোমা-ছাড়া আপন কেহ নাই॥

তুমি মম প্রাণ হে প্রাণবল্লভ,
সাধন ভজন তুমি আমার সব,

জীবনে মরণে;—যেন প্রাণে প্রাণে তোমায় দেখা পাই॥

তোমারে দেখিব অন্তরে বাহিরে,
প্রাণ মন দিব সকলি তোমারে,

দেখাদাও দেখাদাও;—যেন শয়নে স্বপনে দেখা পাই॥

ভালবাস যদি হে দীনশরণ,
নিশিদিন দীনে দিও দরশণ,

তোমারি প্রেমেতে (যেন) আমার আমি নাথ ভুলে যাই॥

(৪২)

যে খেলা খেলিছ ভবে ভেবে ভুল্‌তে পারি না।
(ওহে) ভুতভাবন সে ভাববিনে আর কিছু ভাবা'ওনা॥

কেহ নাচে হরিব'লে কেহ আছে বিষয়ে ভুলে,
(আবার) কেহ কামিনী কাঞ্চনে, কেহ সে রস চায় না॥

(আমি) বুঝেও বুঝি না হরি, তাই এ মিনতি করি,
(যেন) অন্তরে বাহিরে দেখি, তোমায় (যেন) ভুলিনা॥

কি কাজ সাধিবার তরে, পাঠালে ভব সংসারে,
যা কিছু কর এবারে, (দীনের) বাকী কিছুই রেখোনা ॥

(৪৩)

দীনের আশা কর পূরণ। ওহে দীনদয়াময় দীনশরণ ॥
বড় আশা আছে মনে হে দীনশরণ,
দিবানিশি তোমার ভাবে রহিব মগন,
(আশা পূর্ণ কর—প্রাণে প্রাণে ভাব দিয়ে)
বিষয় বাসনা বিষের জ্বালায় জ্বলিতেছি অনুক্ষণ ॥
ভাবিতে পারিনা নাথ তব ভালবাসা,
অহর্নিশি আসে মনে কতই দুরাশা,
(আর আশা নাই—ভজন সাধন করি এমন)
বৃথা ধন জনের ভালবাসায় হ'তেছি পাপে মলিন ॥
ভুলায়ে রেখোনা হরি মায়াময় সংসারে,
ঘুরে ঘুরে জনমেলে পরকে আপন ক'রে,
(সাধন হ'লনা—দিনে দিনে দিন গত হ'ল)
তুমি আপন গুণে এ নির্গুণে আপন ক'রে দাও প্রেমধন ॥
যেমন ক'রে ভালবাসি অসার সংসারে,
তেমন ক'রে কবে ভাল বাসিব তোমারে,
(আশা পূর্ণ হবে—প্রাণে প্রাণে তোমায় ভালবেসে)
আমি ডুবে প্রেম-সিন্ধু-নীরে (নাথ) জুড়াব পরাণ মন ॥

(৪৪)

দেখা দাও আমায়, ওহে বিপদবারণ মধুসূদন।
বড় দয়াল জেনে কাতর প্রাণে অভয় পদে নিলাম শরণ॥
কোথাহ'তে আসি কোথাযাই চলি, সারাটীজীবন কত খেলাখেলি
ভব-খেলা-ঘোরে ওহে বনমালী, আর কত দিন খেল্‌তে হবে;
(পাপের ধূলা কাদা মেখে) (মায়ার ঘোরে হেসে কেঁদে)
প্রাণারাম—হরিনাম————অবিরাম—জপিব
দাও দয়া ক'রে জ্ঞান আঁখিখুলে, প্রাণভ'রে হেরিব রাঙ্গাচরণ॥
বিষয়বাসনা গেলনা গেলনা, সোণাপেয়ে ভুলে আছি কালসোণা
এ কেমন তৃষা কিছুতে মেটেনা, প্রেমসুধা দিয়ে তৃষ্ণা মিটাও;
(বিষয় তৃষ্ণা ঘুচাইয়ে)
অসার—সংসার—কেমনে—ভুলিব
প্রেমের উজানে প্রেমেরতুফানে, ভাসাইয়াদাও এ হৃদি-কানন॥
তব দয়া বলে যত দিন বাঁচি, নামগানে যেন প্রেমানন্দে নাচি
(যেন) ভোলেনা রসনা নামের মহিমা
শমন এসে যেদিন দাঁড়াবে পাশে;—
(গণা দিন ফুড়ায়ে গেলে) (জীবন প্রদীপ নিভেছে দেখে)
ভীষণ—তারণা—কেমনে—সহিব
(সেদিন) ত্রিভঙ্গিম ঠামে রাধা লয়ে বামে
দীনহীনে একবার দিও দরশন॥

(৪৫)

ওহে প্রেমময় দাঁড়াও দাঁড়াও হৃদয় বৃন্দাবনে।
আমি মনের সাধে রাধা সনে হেরব যুগল প্রেম নয়নে॥
প্রেমভাব ফুলে পূজিব যুগলে, বসাইব আশা হৃদয় কমলে
মনের আঁধার ঘুচিবে বাসনা পুরিবে, অনুপমপ্রেম পাইব প্রাণে;
(প্রাণে প্রাণে তোমাধনে হেরে)
তাই বাঁকা হ'য়ে পদে পদ দিয়ে, বাজাও বাঁশরী শুনিব শ্রবণে॥
দূরে যাবে অভিমান গরবাদি, হৃদয় মাঝারে দেখা দিবে যদি
কামক্রোধআদি পেয়ে প্রেমনিধি প্রেমনীরে তারা ডুবিয়ে রবে;
(বিষয় বাসনা সব পরিহরি)
যাইবে যাতনা রবেনা ভাবনা, অসার ভাবনা ছাড়িয়ে রিপুগণে॥
তুমিহে অপার কৃপাপারাবার, ঘুচায়ে আমার করহে তোমার
আমি আমার নয় ওহে প্রেমময় তবপদে প্রাণ দিলাম হে সঁপে;
(তোমার প্রেমেমেতে রব ব'লে)
দও দীনহীনে তোমার করিয়ে তোমার হইয়ে থাকিব ভুবনে॥

(৪৬)

প্রাণ গোবিন্দ গোকুলানন্দ নন্দনন্দন হরি।
(তোমার) প্রেমধনে কর ধনি আমি সে ধনের ভিখারী॥
তুমি হে ভরসা আমার তুমি হে ভব-কাণ্ডারী॥

(অন্তহুর)

হেপ্রাণবল্লভ, শ্রীরাধামাধব, দাওহে প্রেমভাব, ভবভাবনাহারী।

ভাব-কুসুমদাম প্রেম-চন্দন

নন্দনন্দন-পদে দিব দিব তোমারি,

হৃদয় আসনে বসায়ে দু'জনে

প্রেম-নয়ন-ধারা দিব শ্রীপদে বারি॥

নৈবেদ্য জীবন আর ইন্দ্রিয়গণ

উপকরণ তাহে দিয়ে হব তোমারি,

তোমারি নাম গানে জীবন জুড়াব

ভাবে মাতিয়ে রব দিবস সর্ব্বরী॥

মস্তক প্রণামে, রসনা স্তবগুণ গানে,

নাসিকা আঘ্রাণে গন্ধ কুসুমোপরি,

চরণ প্রদক্ষিণে, কর পদ সেবনে,

নয়ন নিরীক্ষণে যুগল রূপ মাধুরী॥

(৪৭)

ওহে গোবিন্দ প্রেমানন্দ দাও আমায়।

হ'য়ে রিপুর বশ, চাই ধন জন যশ, যশোদা কুমার হে;—

আমার বাসনা কামনা কর হে লয়॥

মন চঞ্চল, নাহি সাধন বল

বল কেমনে এ মনে ভাবি তোমায়;

:কেড়ে লও মনের কুবাসনা, আর বিষয় ভাবা'ওনা
ভাবের আধার হে;—
আবার ভাবে ভাবে ভাবিতে শক্তি দাও আমায়॥

কর ভাবে মগন, ওহে রাধারমণ
(করব) মন প্রাণ তোমার চরণে অর্পণ;
কবে বলব প্রাণনাথ আমারহরি, আমার মনপ্রাণ সব তোমারি
তুমিও আমার হে;—
আমার তোমার মতন এমন আপন আর নাই এ ধরায়॥

(৪৮)

একবার তুই দেখ রেভেবে কি করিতে কি করিলি।
মায়া-মোহে র'য়ে ভুলে শ্রীহরিকে পাশরিলি॥

বিষয়ে হইয়ে মত্ত পরমার্থ না ধরিলি;—
ভবে এসে রিপুর বসে বিষয়-বিষ পান করিলি॥

বাল্যকালে ধুলা খেলা যৌবনে বিষয়ের মেলা;—
ছাড় খেলা গেল বেলা (কেন) মিছা খেলায় ভুলে রলি॥

যা কিছু ছিল সম্বল সব সমল খোয়াইলি;—
এ ভবের হাটে ক'রে ব্যাপার লাভে মূলে হারাইলি॥
এখনও দিন থাকিতে কালেরে ফাঁকিদিতে;—
শমন দমন পতিতপাবন বলনা মুখে হরি বুলি॥

তাই বন্ধু আত্মীয়গণ কেহ হবে নারে আপন ;—
ভেবে তাই দেখরে "দীন" কার মায়ায় মোহিত হ'লি ॥

(৪৯)

দীনে, দয়া কর ভগবান।
পতিতপাবন হরি করিও পদে মিনতি
ওহে যদুপতি (কর) পতিতে শ্রীপদদান ॥

দৈত্য-বিনাশন ওহে নারায়ণ,
করুণা নিদান করুণা প্রদান,
এ ঘোর যন্ত্রণা সহেনা সহেনা
হ'য়োনা দাসে পাষান॥

নিয়ত নিখিল কুপথেতে মন,
ভ্রমেও না ভাবি অভয় চরণ
তাই বড় ভয় হয় দয়াময়
সুমতি কর বিধান॥

(৫০)

ওহে অধমতারণ এ অধম দীন
পাবে কি কখন চরণ তোমার।
মায়ামোহে ভুলে প্রতি পদে পদে
করিতেছি হরি কত অত্যাচার॥

ওহে কলি-কল্মষারি গোকুলবিহারী,
অকূল সাগরে তুমি হে কাণ্ডারী,
ওহে দীনবন্ধু করুণার সিন্ধু
কৃপাবিন্দু কবে করিবে বিস্তার॥

দিনে দিনে দীনের দিন হ'ল গত,
রোগ শোক দুঃখ দৈন্য শত শত
সদা দেহ মন পাপ কর্ম্মে রত
তাই বড় ভয় হ'তেছে এবার॥

(তুমি) অগতির গতি পতিত পাবন,
তুমিই আমার সাধন ভজন,
ওহে দয়াময় দিয়ে পদাশ্রয়
এ বিপদ সময় করহে নিস্তার॥

(৫১)

হরি আমি অতি দীন পাপেতে মলিন কি হবে উপায় বলনা।
বল আর কোথা যাব কারে বা ডাকিব কেবা জানে মন বেদনা॥

বিষয় বাসনা বড়ই প্রবল, কি করি উপায় নাহি সাধন বল
আমায়, যেনে দীনহীন ভজন বিহীন যেন হরি নিদয় হ'য়োনা॥

সংসার সাগরে পড়েছি এবার বাঁচিবার আশা করিনা
যদি দাও চরণতরী নিজে কৃপাকরি তবে বুঝি ডুবে মরিনা॥

রিপু ছয়জনে লইয়ে এবারে কোথা যাবে তাতো জানিনা
দীন এই ভিক্ষাচায় যথা তথা যায় মন যেন তোমায় ভোলেনা॥

(৫২)

শেষের সে দিন কি করিবি।
বলরে দীন! এলে দিন কিক'রে সুদিন পাবি॥

আয়ু সূর্য্য গেলে অস্ত ভাই বন্ধু হবে ব্যস্ত
(তখন) হবে গোলমাল, আসবে যে কাল,
(সেই) কালের হাতে প্রাণ হারাবি॥

বল হরি বদন ভরি যদি ভব পারে যাবি
ভব পারের সম্বল শ্রীহরিনাম, খোয়াইলে আর না পাবি॥

(ক'রে) ভবের হাটে বিকিকিনি কত কি ধন লাভ করিলি
(ওরে) একবার দীন দেখনা ভেবে পারে যেতে কি পারিবি॥

(৫৩)

এইবেলা সবাই মিলে প্রাণ খুলে হরিবল।
হরিবল হরিবল দিন থাকিতে হরিবল॥

(ভাইরে) নৃত্য কর নামানন্দে-হইয়ে মগন।
(মুখে) হরিবল দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ॥
সবে মিলে প্রাণ খুলে কর হরিনাম।
হরিনামে পরিণামে হবে পূর্ণকাম॥

নামযোগে যোগী হ'য়ে জাগ দিবা রাতি।
অনিমিষে হের হরির মোহন মুরতি ॥

খুলে যাবে মায়া বেড়ী স্মরণে তাঁহার।
নব জীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার ॥

অসাধ্য সাধন হয় হরি নামের বলে
জগাই মাধাই ত'রে গেল হরি হরি ব'লে ॥

(সবে) হরি বল হরি বল হরি বল ভাই।
হরি বিনা কলির জীবের অন্য গতি নাই ॥

হরি নামে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে।
সফল কর মানব জীবন হরি হরি ব'লে ॥
(দীন) কর্ম্ম কর কর্ম্ম ফলে যা আছে তোমার।
(নামে) যাবে কর্ম্ম হ'বে ধর্ম্ম নাম কর সার ॥

(৫৪)

এই দেহ-ব্রজে বিরাজ কর ওহে ব্রজপতি।
দেহে রাজা বিবেক-নন্দ রাণী শ্রদ্ধা-যশোমতী ॥
আমার ইন্দ্রিয়গণ, হবে ব্রজ রাখালগণ
এসে রাখাল রাজা ব'সে রাখ প্রজা যাতে না হয় ক্ষতি ॥
ওহে রাধাস্বামী ভক্তি রাধা-রমণী
হবে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আদি সখী রাধার দূতী ॥

রাধার আছে জ্বালা, জটিলা কুটিলা,
সে সব তোমায় পেয়ে হবে সরলা হবে সুখে মতি॥
ব্রজে আছে যে সব, তারা তোমাবিনে শব,
ওহে দয়াল কেশব ব্রজধামে করহে বসতি॥

(৫৫)

এসে সংসার বিদেশে কি কর ভাবনা।
(দীন) দিনে দিনে দিন ফুরাল কর হরিপদ ভাবনা॥
হরিনাম সুধারসে রসনা থাক র'সে, বিরস হইও না।—
এ রস পান করিলে যাবে ক্ষুধা ও তোর ত্রিতাপজ্বালা রবেনা॥
কি কর কি কর কর জপ মালা গ্রহণ কর ভয় ক'রোনা;—
আবার চলরে চরণ হরির চরণ হ'বে যথা গেলে সাধনা॥
শ্রবণ কর শ্রবণ হরিনামে হও মগন ভুলে থে'ক না;—
দীন! দেহ মন বচনে কর সদা হরি পদ সাধনা॥

(৫৬)

হরিবল মূঢ় মনরে আমার হরিহরি বলরে বদনে।
বিপদ রবেনা নামের গুণে। (হরিহরি বল যেন ভুলনা মন)
জান নাকি হরিনামে হর,
যোগী শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়,
পাষাণী অহল্যা মুক্তি পায়;—

নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেলরে
নামে প্রহ্লাদ বাঁচে জীবনে ॥

ছাড়ি মোহ মায়া অহঙ্কার,
দীন হরিনাম কর সার,
যাতে হবি ভবার্ণবে পার ;—
ডাক্‌লে দয়াময়ে হবে দয়ারে
দিবে চরণতরী স্বগুণে ॥ (ভয় রবেনা রবেনা)

(৫৭)

হরিনাম ভুলনারে মন, নামে দূরেযাবেরে শমন।
এখন মধুর নাম আর নাই এভবে, ভাবে ভব অনুক্ষণ ॥

দীন সেই শ্রীকান্তে, বসে ভাব একান্তে,
চিন্তাকর চিন্তামণি হরি রবে নিশ্চিন্তে ;—
অন্তে মহাসুখে থাক্‌বে রে মন ছোঁবেনা কাল শমন ॥

দীন হৃদয় খুলিয়ে মনের সাধ মিটায়ে,
হরি হরি বল সদা সদাচার হ'য়ে।—
মতি রেখ সদা সদানন্দে ভয় নাশিবে নারায়ণ ॥

(৫৮)

হরি হরি বল হরিনাম বল
হরিবিনে বল কে করিবে পার।

এ ঘোর সংসারে মোহ কারাগারে
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি হ'বে তোমার ॥
সংসারেরি সার ভাবরে সংসার
কেহ নহে কার তুমিও না কার
কেবা কোথাকার কার চিন্তা কর
হরি সারাৎসার সংসারের সার ॥
দেখিতে যা পাই দেখ্‌লে কিছু নাই
ছাই মাটি ছাই কেবা কার ভাই
ভাবিয়ে বেড়াই দিবা নিশি তাই
ভাব ভবারাধ্য ভবকর্ণ ধার ॥

(৫১)

ওহে বিশ্বরূপ বিষয় বিষের জ্বালায় জ্বলে মরি।
এবার ঘুচাও জ্বালা যাতে তোমার খেলা খেল্‌তে পারি ॥
বিষে হ'লাম জড় দয়াল দয়া কর
ভব রোগ নাশিতে অবনিতে হ'লে ধন্বন্তরী
ওহে বিষ বৈদ্য রোগ হ'ল অসাধ্য
(নিদানে যার নাই ঔষধী)
(তুমি) অসাধ্য সাধনকারী স্বয়ং বিষহারী ॥
দীনের আধি ব্যাধি ওহে দয়ানিধি
(নাশ) দিয়ে চরণ মহৌষধি নিদানানুসারি ॥

(৬০)

(হরি) কি ভাবে এভাবে ভবে পাঠালে আমারে।
জানি নাহে ইচ্ছাময় কি ইচ্ছা তব অন্তরে॥

বুঝিতে চাহিনা হরি, কিন্তু এ মিনতি করি
মন যেন হে ভাবে সদা চরণ তোমারি;—
(আমার) নেত্র যেন নেত্র পথে সদা তোমায় নেহারে॥

(যেন) ভাবি তোমার আদেশে, ভ্রমি সদা দেশে দেশে
কার্য্য দেখে আজ্ঞা তব শ্রবণ যেন শোণে;—
(আমার) রসনা রস বাসনায় যেন তোমার নাম ক'রে॥

(আবার) বলব কিহে দীনশরণ, যেন দীনের ইন্দ্রিয়গণ
থাকে সদা ভাবে মগন পাইয়ে তোমারে;—
থেকোনা অন্তরে হরি থাক সদা অন্তরে॥

(৬১)

কি হবে হে দীনবন্ধু দেখে ভয়ে বাঁচিনা।
কার বলে এ ভবসিন্ধু পার হব তা জানিনা॥

পাপ মেঘে করে আঁধার, ঢাকিল জ্ঞানসূর্য্য আমার,
(তাতে) দুরদৃষ্ট ঘোর বাতাস হতাশে প্রাণ বাঁচে না॥
কামাদি কুম্ভীরগণে, ঘিরেছে বিষয় তুফানে,
(হরি) তুমি বিনে এদুর্দ্দিনে কাণ্ডারী আর দেখিনা॥

যাদেরে ভেবেছি আপন, নয়ন রসনা শ্রবণ,
(তারা) দেখে বিপদে মগন আর তো সাড়া দেয়না॥
প'ড়েছি ঘোর বিপদে নাথ হরি অভয় পদে
দেহ দীনে দীনশরণ। তরাতে কৃপণ হ'ওনা॥

(৬২)

হরি কি গুণ আছে তব নামে।
নিলে ঐ নাম, প্রাণে পড়ে টান,
নাম নিতে নিতে, বাসনা হয় চিতে,
দেখিতে তোমায় নয়নে॥
ঐ নামের গুণ একি চমৎকার,
নাম নিলে হয় প্রেমের সঞ্চার
তখন ভাবি এ সংসার সকলি অসার নামে মোহ ঘুম ভাঙ্গে॥
কোন দ্রব্য দিয়ে গড়েছ এ নাম
নাম নিলে স্বর্গ হয় তুচ্ছ জ্ঞান
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব নিতে চায় না চিত্ত (হরি) অপদার্থ সব হয় মনে॥
হরিনাম কেবল সত্য সত্য সত্য,
হরি নাম কেবল পরম পদার্থ,
ঐ পদার্থ বিনে সকলি অনিত্য মাহাত্ম্য তার কে জানে॥
নামে কেন হরে মনের বিকার,
নামে কেন হয় আনন্দ অপার,

হয় অনুমান (বুঝি) করুণা নিদান নামেরসঙ্গে মিশে রয়েছে,—
মনে হয় জীবে তরাবার তরে,
নাম-রজ্জু ফেলে রেখেছ সংসারে,
সেই রজ্জু যেজন ধ'রেছে সজোড়ে সেইতো তরে জীবনে ॥
সেই রজ্জু হৃদে বাঁধরে বাঁধরে,
ছিড়্‌বেনা সে শত জন্ম জন্মান্তরে,
সে এমনি শক্ত রসি অক্ষয় অবিনাশী ভয় রবেনা পতনে ॥

(৬৩)

ওহে দয়াময় হ'য়ে সদয় চরণ দাও হে দীনে।
আমার কেবা আছে কার কাছে গিয়ে শীতল হব প্রাণে ॥
ভেবেছিহে সার তুমিসারাৎসার, তোমাবিনে গতি নাহিক আমার
কে করিবে হরি ভবার্ণবে পার, অকুল পাথার হেরব যবে ;—
(ভবের কূলে একা হ'য়ে) (দারা পুত্র ফেলে সবে)
সেই দিনে— এই দীনে—কৃপা-নয়নে—কে চাবে।
সেইদিনে শ্রীহরি, দিয়ে চরণতরি পারক'র হরি এভব তুফানে ॥
দয়াসিন্ধু তুমি ওহে দয়াময়, এক বিন্দু দিলে হবেনাকো ক্ষয়
গাব প্রাণভরি হরি তব জয়, শান্তিময় শান্তি পাইব প্রাণে ;—
(ত্রিতাপ জ্বালা দূরে যাবে) (তব কৃপা-বিন্দু পেলে)
রবেনা—ভাবনা—ভব-যন্ত্রণা—এড়াব
কাতরে মিনতি ওহে যদুপতি গতি হীনের গতি করহে স্বগুণে ॥

জীবনের জীবন তুমি প্রাণধন, প্রাণ হ'তে তুমি অতি প্রিয়তম
ঐ রাঙ্গাপায় এ প্রাণ সঁপিয়ে তোমার হ'য়ে ভবে রৈলাম হরি ;
(আমার যা সব তোমায় দিয়ে) (তোমার ভাবে বিভোর হ'য়ে)
হরিনাম—করি গান— (যে দিন) ভব ধাম—ছাড়িব।
আসিলে সেদিন ওহে শমনদমন করিও সেদিনে দমন শমনে ॥

(৬৪)

তোমাতে যখন মজে আমার মন
(তখন) আর কিছু ভাললাগেনা।
ভুবন—স্বপন—সম হয় জ্ঞান ;—
(তখন) থাকেনা অন্য ভাবনা ॥
দারা সুতা সুত বন্ধু পরিবার,
সব ভুলে যাই একি চৎকার,
কে আমি—কে তুমি--থাকেনাকো জ্ঞান ;—
(তখন) এঘটে কিঘটে জানিনা ॥
ভবরূপ রাশী দেখিতে দেখিতে,
উদাস অন্তর উন্মত্ত প্রেমেতে,
নিমিষে—নিমিষে—দেখি নব নব রূপ ;—
(তখন) আনন্দ হৃদয়ে ধরেনা ॥
আনন্দে আনন্দ বাড়ে প্রতিক্ষণে,
দশেন্দ্রিয় থাকে প্রেমের বন্ধনে,

রিপুচয়—পরাজয়—হয় আনন্দময় ;—

(তখন যেন) জীবনে জীবন থাকেনা ॥

(৬৫)

প্রাণ কাঁদে হে প্রাণকান্ত দেখিতে তোমারে।

যখন উথলয়ে প্রেমবারি মন-মরু মাঝারে ॥

আর কিছুই লাগেনা প্রাণে প্রাণনাথ তোমাবিনে

ইচ্ছা হয় তাই প্রাণে প্রাণে বাঁধি একতারে।—

তুমি থেকোনা অন্তরে নাথ থাক সদা অন্তরে ॥

মনে হয় হে প্রাণকান্ত তোমা বিনা সকল ভ্রান্ত

(আমি) হ'য়েছি হে পথভ্রান্ত মায়াময় এ সংসারে।—

(বল) অন্তরের বেদনা কি আর জানাব তোমারে ॥

(আর) কে বলিবে সেই পথ, যে পথে মোর প্রাণনাথ,

অনাথ হৃদয়ে আমি থাকিব কি ক'রে।—

বল কে দেখাবে ভাবে ভাবে মিলায়ে তোমারে ॥

(আমায়) দেখাও হে সে সুপথ দেখি তোমায় প্রাণনাথ

ঘুচিবে মনের দুঃখ হেরিলে তোমারে।—

(আমি) কোথা যাব কি করিব কেমনে পাব তোমারে ॥

(৬৬)

অরূপ অচ্যুতানন্দ অব্যক্ত ব্যক্তভুবন।

করি এ মিনতি তব শ্রীচরণে ;—

এসে হৃদয় মাঝে দাও হে দেখা ওহে পতিতপাবন ॥

নমঃ অনাদি অনন্ত হরি অধম তারণ।
অখিল-জন-পালন অসুর দলন। (দীনবন্ধু হে)

নমঃ কৃপা কর কৃপাকর কিরীটি ধারণ।
কংসারি কেশব কৃষ্ণ করুণা নিদান ॥

নমঃ খগেন্দ্র বাহন হরি খগারি দমন।
খরূপ খরদূষণ রাক্ষস নাশন ॥

নমঃ গিরি গোবর্দ্ধন-ধারী গোকুল রমণ।
গোপাল গোবিন্দ গোপাঙ্গনার জীবন ॥

নমঃ ঘনশ্যাম ঘনরূপ ঘটনা নিদান।
ঘোর শঙ্ক নিশূদন অঘ বিনাশন ॥

নমঃ ঙ রূপ উমাকান্ত চিন্তার কারণ।
উমা-মোহন রুক্মিণী রমণ ॥ (দীনবন্ধু হে)

নমঃ চারু নেত্র চারু গাত্র সুচারু চরণ।
চন্দন চর্চ্চিত চিত চিন্তা নিবারণ ॥

নমঃ ছলনা নাশন হরি ছলনা নিদান।
ছলে বলি হ'তে ছলি নিলে ত্রিভুবন ॥

নমঃ জনার্দ্দন জগদ্বন্ধু জীবের জীবন।
জয় জিত জগন্নাথ জনক জনন ॥

নমঃ ঝলসিত শোভা ঝমকিত আভরণ।
ঝরূপ ঝঙ্কার ঝঞ্ঝা জিনিয়ে গমন ॥
নমঃ ঞ রূপ নিত্যানন্দ আনন্দ কারণ।
নিয়ম আগম বেদ নায়ক প্রধান ॥ (দীনবন্ধু হে)
নমঃ অটল সুটল অঙ্গ ত্রিভঙ্গ বঙ্কিক।
টলটল প্রাণপ্রাণি জীবন জীবন ॥
নমঃ সুঠাম সুরূপ রূপ রমনী রমণ।
ঠেকিয়াছি ঠকাওনা ঠরূপ পাবন ॥
নমঃ ডরিতেছি যম ডরে কর পরিত্রাণ।
ডাকি ডর হর হরি শমন দমন ॥
নমঃ ঢরূপ ঢাকিছ রূপ ভক্তের কারণ।
পাপেতে তাপিত চিত্ত কর পরিত্রাণ ॥
নমঃ ণ রূপ নিত্যানন্দ আনন্দ কারণ। (দীনবন্ধু হে)
শুচারু আনন আঁখি অখিল মোহন ॥
নমঃ ত্রিতাপ তারণ হরি ত্রিবর্গ ত্রিগুণ।
ত্রিভুবন-জন-মন-মোহন কারণ ॥
নমঃ স্থিত্যাদি ত্রিগুণান্বিত সগুণ নির্গুণ।
স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতে অবস্থান ॥
নমঃ দয়াময় দীনবন্ধু দৈবকী নন্দন।
দীনেশ দয়াল হরি দুঃখ নিবারণ ॥

নমঃ ধনদ ধনুক ধারী ভূধর ধারণ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ধর্ম্মময় ধারণ কারণ॥
নমঃ নন্দন নন্দনন্দন নর নারায়ণ।
নদীয়াবিহারী নরসিংহ নিরঞ্জন॥ (দীনবন্ধু হে)
নমঃ পদ্ম-পলাশলোচন পতিতপাবন।
পশুপতি হৃদি-নিধি হে পীতবসন॥
নমঃ ফণীন্দ্র শয়ন ফণি দর্প নিবারণ।
ফুল্ল শশী মুখ হরি প্রফুল্ল বরণ॥
নমঃ বসুদেব সুত বরাহ রূপ ধারণ।
বীতচিন্ত বজ্রাঙ্কুশধারী শ্রীবামন॥
নমঃ ভকতবৎসল বিভু ভক্তির অধীন।
ভূধর ধারণকারী ভুবনমোহন॥
নমঃ মদনমোহন মধু কৈটভ নাশন।
মাধব মধুসূদন মুকুন্দ বামন॥ (দীনবন্ধু হে)
নমঃ যদুনাথ যোগী যোগ সাধন নিদান।
যশোদানন্দন যশ-কীর্ত্তি-বিবর্দ্ধন॥
নমঃ রমেশ রাধিকাকান্ত রাজীবলোচন।
শ্রীরঘুনন্দন রাম রেবতীরমণ॥
নমঃ লক্ষ্মীকান্ত লীলাময় লজ্জা নিবারণ।
লম্বিত পীত বসন লঙ্কেশ নাশন॥

নমঃ বহুরূপী বিষ্ণু বন-কুসুমভূষণ।
বনমালী বংশীধারী বিপদবারণ॥
নমঃ শঙ্কর হৃদি রঞ্জন শঙ্কট নাশন।
শুভদ শ্রীপতি শান্তি শক্তি বিবর্দ্ধন॥
নমঃ ষড় রিপু বিনাশন সাধক সাধন।
ষোড়শ সহস্র গোপী হৃদয়রমণ॥
নমঃ সদানন্দ সর্ব্বময় শমন দমন।
সীতাপতি সতীশ শ্রীসত্যসনাতন॥
নমঃ হলায়ুধানুজ বিষ্ণু মোহিনী মোহন।
হতাশ হর শ্রীহরি হৃদয় রঞ্জন॥
নমঃ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্কর ক্ষীরোদ মথন।
ক্ষীণ মতী দীন প্রতি কর প্রতীক্ষণ॥ (দীনবন্ধু হে)

(৬৭)

দীন তারিণি! ত্রিনয়নি! দীনের প্রতি ফিরে চাও।
তোমারভাবে বিভোরক'রে আপনি নাচ আর আমায় নাচাও॥
তুমি বিনে এই ভবে দীনের সন্তাপ কে নাশিবে,
ঘুচাও আমার ভব বন্ধন ক'রে নিজে করুণা।
(তাই) দয়াময়ী দয়া ক'রে হৃদয় মাঝে উদয় হও॥
তুমি বিনে এ দুর্দ্দিনে কে রক্ষিবে এ সন্তানে,
দেখ যেন কৃপা দানে কৃপণা হইও না।

আমি তোমায় বলে ডাকি ব'লে দুর্ব্বলতা দূরে লও॥
(ওমা) না জানি সাধন ভজন, আমি ভবে অতি অভাজন,
(আমার) নাইও ধন চাই না ধন বিনে ওমা তোমা ধনে।
(দীনে) তোমা ধনে ধনী ক'রে দীনদয়াময়ী হও॥

পতিত পাবনী তুমি, বিপদে পতিত আমি,
দুর্গতি নাশিনী দুর্গে দুর্গমে ফেলো না।
তুমি দুঃখ হরা ওমা তারা মনের দুঃখ কেড়ে লও॥

(৬৮)

ওমা ব্রহ্মময়ি! ব্রহ্মাণ্ডরূপিণি! কি ইচ্ছা তোমার জানি না।
তুমি কখন কি ভাবে (মাগো) ভাবাও জীবে ভবে
সে ভাবে কে করে ভাবনা॥

(ওমা) কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি,
(তুমি) না বুঝালে বোঝে কাহার শকতি,
তুমি মতি শক্তি তুমি শ্রদ্ধা ভক্তি,
তুমি মুক্তি পথের চালনা॥

কি ভাবে কখন চালাও আমারে,
ভাবিলে ভাবনা সব যায় দূরে,
বল্‌তে ইচ্ছা হয় সদা অকাতরে,
তারা তুমি সাধন ভজনা॥

তোমারই কৃপায় জীবে মুক্তি পায়,
(আবার) বদ্ধ আছে জীব তোমারই মায়ায়,
তুমি মহামায়া (মাগো) কাটাও মহামায়া,
মোহিত করিয়ে রে'খনা ॥

(ওমা) চৈতন্যরূপিণি! জগতজননি!
অন্তরের অনন্ত সন্তাপ নাশিনি!
তার দীনে দীন দুঃখ নিবারিণি!
তারিণী তোমা বৈ জানি না।

(৬৯)

তারা তোমার অন্ত পেলেম না।
দেখ অজ্ঞানী বলিয়ে দীনে কৃতাস্তসাৎ ক'র না॥

ভেবে হলেম সারা, তবু পেলেম না সাড়া,
তারে তারে অন্তরে মা আছে নাম তারা,
আশা প্রাণের তারে বাঁধবো জোরে (মাগো)
তোমায় সদা বাহির করব না॥

কারণ রূপে দাও না যে সাড়া,
কিন্তু কার্য্যরূপে বিশ্বরূপে রও জগত ভরা,
প্রতি কাজে দেখ্‌তে হয় যে প্রাণ (মাগো)
যেন আশায় নিরাশ ক'র না।

আমি অধম সন্তান, আমার নাই যে কোন জ্ঞান,
অজ্ঞানে মা জ্ঞানময়ী কর জ্ঞান দান,
যাতে রয়না জ্বালা মনের মলা (মাগো)
তাই ক'ত্তে বাকি রে'খনা॥

(৭০)

জীব চৈতন্যরূপিণী তারা আছে এ সংসারে।
তারে ভেবনা অন্তরে সদা ভাবরে অন্তরে॥
আনন্দদায়িণী, আনন্দরূপিণী,
(ওরে) মা যে জগত জননী বিশ্ব প্রসব করে॥
জীবের মা বিনে আর ভবে কি ধন আছে।
তাই মা মা ব'লে মায়ের বলে কাট মায়া ডোরে॥
দীন! কেন ভাব এই ভবের ভাব।
ভাব নিরন্তর অন্তর ভ'রে দয়াময়ী মা'রে॥
দীন মা নামে যায় জীবের ভব ক্ষুধা।
থাক মা নামে সংসারে সুধা পাবিরে এবারে॥

(৭১)

সুদিনে কুদিন মা তারা দিওনা দীনেরে।
আমি অন্তরের বেদনা কি আর জানাব তোমারে॥
তুমি দয়া ক'রে, যখন যাহা দিবে, (দীনের দুঃখ দূর করিতে)
(তাই) সুফল বলিয়ে গ্রহণ ক'রব অকাতরে॥

ার নাই অন্য ধন, বিনে তোমার চরণ,

দিও চরণতরী কৃপা করি, যেতে ভব পারে ॥

ভবের ভাব দেখে—ভয় হয় অন্তরে,

ওমা হ'য়ে সদয়, দাও হে অভয়, এ ভব বাজারে ॥

মি তোমার বলে, কত ভাবে চ'লে,

করি এভব সংসারে ভ্রমণ প্রফুল্ল অন্তরে।

া মা নামে কলঙ্ক না রটে,

থেকো ঘটে পঠে মাটে ঘাটে হটাতে পাপীরে ॥

(৭২)

কলীলা, ওহেকালা, তুমি মানুষ হ'য়ে নিলে জনম।

ম জনম মরণ কারণ কারণ বারণ কর জনম ॥

বা তব পিতা তুমিত বিধাতা, জগত জনক জীব জীবন।

ম হ'য়ে বিশ্বপিতা, লোকে বল পিতা বুঝিনা যে খেলা কেমন ॥

বকীর উদরে, বসুদেব ঘরে, জনম লইলে আপনি হরি।

হে কংশের ভয়েতে, ছিলে গোকুলেতে ওহে ভবভয়হারি ॥

সব) মানব অধম, আমি মূঢ় মন, ভাবিয়ে বুঝিতে নারি।

ুমি) ভাবনা নাশিয়ে ভাবেতে আভায়ে, বুঝালে বুঝিতে পারি ॥

ওহে) ভকতবৎসল, ক'রনা হে ছল, মায়ারি ছলনা হরণকর।

আমি) মায়া আভরণে, আঁধার নয়নে, আছি আবরণ হর ॥

(তোমার) জানিতে বাসনা করিতে পারিনা,

সাধনা সম্বল কিছুই নাই হে।

(তোমার) জানি বা না জানি, ওহে নীলমণি,

অন্তে যেন দেখা পাই হে॥

(আমার) আমার বলিতে, এই ত্রিজগতে

আমার আমি কেবল আছে।

নাও আমার আমি, হব তোমার আমি,

(মনে) বাসনা বড় হয়েছে॥

(৭৩)

হরি কি লাগি জনম করম লীলা এ জগতে।

আমি বুঝতে নারি, ও শ্রীহরি কিছুই মনেতে॥

তুমি বিশ্বত্রাতা, জগতের পিতা

(তোমার) কেবা পিতা, কেবা মাতা, হবে এ ভবেতে॥

ভ্রম দূর ক'রে দাও, ভাব বুঝায়ে দাও

(তোমার) ভাবে বেঁধে নাওনা টেনে মোহ আঁধার হতে॥

ভবে যে যে ভাবে, হরি তোমার ভাবে

তারে তেমি ভাবে ভালবাস মানুষেরি মতে॥

এবার ভাব বিহিনে, এ অধম দীনে

হরি নিজগুণে, ভাব প্রদানে মাতাও, থাকি মেতে॥

(৭৪)

(হরি) তুমি একজন প্রাণেরবন্ধু, দীনবন্ধু দয়াল হরি।
আমার সকল কথা, মনের ব্যথা তাই নিবেদন করি ॥
সবে আপন ব'লে, নাথ তোমায় বলে,
তুমি আপন হ'য়ে পর হ'য়ে যাও তাইতে প্রাণে মরি ॥
তোমায় কি জানাব, আমার মনের ভাব,
তোমায় রাখব প্রাণে হে প্রাণনাথ এই বাসনা করি ॥
ওহে দিন নাথ, কর আশীর্ব্বাদ,
যেন হৃদয় মাঝে পাইহে দেখা দিবস সর্ব্বরী ॥
হরি নিজগুণে, ভাবে মাতাও দীনে,
যেন দিবানিশি মনে প্রাণে বলি হরি হরি ॥

[সমাপ্ত]

সহৃদয় পাঠকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা যদি এই পুস্তকের সঙ্গীত ভিন্ন বেদান্তরত্ন মহাশয়ের রচিত কোন সঙ্গীত সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তাহা আমাদিগকে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমরা পুনর্মুদ্রণ সময়ে উহা প্রকাশ করিব।

নিত্যধামগত পণ্ডিতপ্রবর

দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্নের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

——:০:——

আমাদের আলোচ্য এই উপাসনা-সঙ্গীতের যিনি রচয়িতা, তাঁহার পরিচয় জানিতে সকলেই উৎসুক; কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার সবিশেষ পরিচয় দিতে না পারায় আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে শীঘ্রই তাঁহার বিস্তৃত জীবন চরিত যাহাতে প্রকাশ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে কোন মতেই ত্রুটি করিব না।

মহাপুরুষদিগের পার্থিব জীবন কখন কিভাবে অতিবাহিত হয় তাহার সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য নহে। বিশেষতঃ যাঁহারা ভগবৎ কৃপালাভ করিয়া জনসমাজে গুরুরূপে—ধর্ম্মপ্রচারক আচার্য্যরূপে—ত্রিতাপতাপিত চির অশান্তিময় প্রাণে শান্তিদাতারূপে বিরাজ করেন, তাঁহাদের জীবন চরিত লেখা কত দূর কষ্টসাধ্য তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। কারণ নানা স্থানে নানাভাবে নানা লোকের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদা কাজ হয়, কোথায় কি হইয়াছে একজনের তাহা জানা অসম্ভব। তবু আমরা বহু কষ্টে অনেক বিষয়ই সংগ্রহ করিয়াছি উহা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে। এক্ষণে সংক্ষেপে ইহাঁর পরিচয় দিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৌরনদী থানার অধীন হরিসেনা গ্রামে বাংলা ১২৭৭ সালে ২রা চৈত্র বুধবার আমাদের আলোচ্য মহাত্মা দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও মাতার নাম ৺গৌর সুন্দরী দেবী ছিল। উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক জন স্বধর্ম্মনিরত নিষ্ঠাবান পাশ্চাত্য বৈদীক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁর চারিটী পুত্র ও তিনটী কণ্যা। দীনবন্ধু ইহার মধ্যম পুত্র।

দীনবন্ধুর বাল্য জীবন অত্যাশ্চার্য্য ঘটনা পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানাভাবে সে সকল দেওয়া গেল না। অতি অল্প বয়সেই দীনবন্ধু কাব্য, বেদান্ত ও দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হয়েন। দেখিতে দেখিতে দীনবন্ধুর যশঃসৌরভে দশদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। তিনিও ভগবচ্চরণে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রায় ১২ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের এমন একটী সরল টীকা করিয়া যান যে, সেরূপ টীকা শ্রীমদ্ভাগবতের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এতৎভিন্ন ছোট ছোট নানাবিধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩০৮ সালে জন সাধারণের মধ্যে অবাধে ধর্ম্ম ভাব প্রচারের জন্য যে, "ভক্তি" নামক একটী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন উহা অদ্যাপিও নিয়মিতভাবে "ঝোড়হাট 'ভক্তি-নিকেতন',

পোঃ—আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া” হইতে উক্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি কর্ত্তৃক প্রকাশ হইতেছে। দীনবন্ধুর নিষ্কলঙ্ক দেবোপম চরিত্র কথা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

পাঠ্যাবস্থাতেই দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন। সেই সময় হইতে কলিকাতার নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে হাওড়ায় নিজ বাটিতে ১৩১৭ সালের ২৮শে কার্ত্তিক তারিখে পরিজন-বর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইষ্ট নাম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার এই স্থানেই করিলাম, বিস্তৃত জীবন চরিত যাহাতে শীঘ্র প্রকাশ হয় তজ্জন্য সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

“গোবিন্দ গোপীনাথ গোপীজন বল্লভ।”

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

নিত্যধামগত পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত-প্রবর মহাত্মা

দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন প্রতিষ্ঠিত,

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

"ভক্তি।"

সম্পাদক—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি।

প্রাপ্তিস্থান—ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১॥০ দেড় টাকা।

ভিঃ পিতে ১৸৵০ আনা, নমুনা একখণ্ড ৵০ তিন আনা মাত্র।

বহু বহু খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণের তত্ত্বাবধানে এবং সুলেখক পণ্ডিতগণের লেখনী বিনিঃসৃত সুললিত প্রবন্ধাবলিতে পরিশোভিত হইয়া ১৩২৩ সালের ভাদ্রমাসে ১৫শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। কি নিয়মিত প্রকাশে, কি প্রবন্ধ-গৌরবে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিকের মধ্যে "ভক্তি" কোহিনুর সদৃশ। একাধারে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য পরিপূর্ণ গদ্য পদ্য প্রবন্ধ প্রতিমাসেই থাকে। এতদ্ভিন্ন তীর্থ-কাহিনী, মহাপুরুষের জীবনী এবং পৃথক পত্রাঙ্কে নানাবিধ সৎ-গ্রন্থ-রত্ন প্রকাশে "ভক্তি" সর্ব্বদাই মুক্ত হস্ত, গ্রাহকগণকে সুলভ মূল্যে অনেক ভক্তি-গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। সত্বর উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন। অলমিতি।

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবোক্ত

অতুলনীয় শিক্ষা সমূহের সর্ব্বসার-রত্ন

"শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্।"

ভক্তি সম্পাদক—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি

সম্পাদিত।

প্রাপ্তিস্থান

ভক্তি কার্য্যালয়—ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া।

অধমতারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, কলি-কলুষিতচিত্ত নরনারীর উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে সকল শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, বর্ত্তমান আলোচ্যগ্রন্থে তাহারই সার ৮টী শিক্ষা সরল টীকা ও সরল বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ হইয়াছে। এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বলিয়া কাহাকেও বুঝান যায়না। আমরা সকলকেই এই মহামূল্য রত্নহার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে বলি। উত্তম কাগজে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছাপা এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কিছুদিনের জন্য মাত্র।০ চারি আনায় সকলকে উপহার দেওয়া যাইবে। ভিঃ পিঃতে।৵০ আনা লাগে। অযাচিতভাবে, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র এবং বিদ্বন্মণ্ডলী দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বিলম্বে নিশ্চয়ই হতাশ হইতে হইবে। সত্বর গ্রহণ করুন। উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইতে পারেন।

ভক্তি-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা সাধক-প্রবর
পণ্ডিত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন
বিরচিত

"উপাসনা-সঙ্গীত"।

(পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

(২য় সংস্করণ।)

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তিনিধি সম্পাদিত।

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুলমৌড়ী, হাওড়া, এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

প্রায় ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার এই উপাসনা-সঙ্গীত ছাপা হইয়াছিল। কিন্তু তখন মাত্র ৩৭টী সঙ্গীত ইহাতে ছিল। তৎপরে যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা হইয়াছে, যাহা শুনিয়া বহু পাষণ্ড, বহু নাস্তিক একেবারে ভগবৎ প্রেমে উন্মাদ হইয়াছেন সেইগুলি বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান সংস্করণে সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার এক একটী সঙ্গীতের তুলনা হয় না। যেমন ভাব, আবার তেমনই বাঁধুনি। বেদান্তরত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়া অবধি এতদিন যাঁহারা এই সঙ্গীত-সুধাপানের জন্য লালায়িত ছিলেন, তাঁহাদিগের এই সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। ভাল কাগজ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছাপা মূল্য মাত্র।৵০ ছয় আনা, ভিঃ পিতে ৷৷০ আনা। সত্বর গ্রহণ করুন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে বিলম্বে হতাশ হইলে আমরা দায়ী নহে।

"ভক্তি গ্রন্থাগার।"

(সদ্‌গ্রন্থাদি প্রচার-দ্বারা ধর্ম্ম জগতের উন্নতি-বিধান কল্পে প্রতিষ্ঠিত।)

আমরা ধর্ম্মপিপাসু সাধারণ জনগণের সুবিধার জন্য এই গ্রন্থাগার হইতে নানাবিধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া অল্পমূল্যে সর্ব্ব সাধারণকে উপহার দিয়া থাকি। কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত এত দিনেও আমরা আমাদিগের আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না। তাই আজ ধর্ম্ম-প্রাণ বঙ্গবাসীর নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থী। আমাদিগের বিশেষ কিছু বলিবার নাই, এই গ্রন্থাগার হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। ভবিষ্যতে সকলের সহানুভূতি পাইলে যে সকল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে তাহা এবং নূতন নূতন অনেক গ্রন্থই প্রকাশ করিতে পারিব। সহৃদয় ধর্ম্ম-প্রাণ বঙ্গবাসীগণ! আসুন সামান্য অর্থ সাহায্য করিয়া ধর্ম্মজগতের এক মহান্ উপকার সাধন করুন। এই গ্রন্থাগারের উন্নতি কল্পে যিনি যাহা কিছু দান করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইয়া যথাসময় "ভক্তি" পত্রিকায় প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। অলমিতি।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার "ভক্তি-গ্রন্থাগার"

ঝোড়হাট "ভক্তি-নিকেতন"

পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, হাওড়া।